জীবন পথে

শ্রীকামিনী রায় প্রণীত

কলিকাতা
ইংরাজী ১৯৩০

প্রকাশক—
শ্রীনির্ম্মলেন্দু রায়, বি-এ,
৪২-এ, হাজরা রোড, বালীগঞ্জ
কলিকাতা

আর্ট প্রেস,
প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, বি-এ,
৩১নং সেণ্ট্রাল এভিনিউ,
কলিকাতা

নিবেদন

শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের অপ্রকাশিত সনেটগুলি **জীবন পথে** নামে প্রকাশিত হইল। ইহার অল্প কয়েকটি ব্যতীত আর সমস্তই অনেক বৎসর পূর্ব্বের রচনা এবং রচয়িত্রীর স্মৃতি পুস্তকের গোটাকতক ছিন্ন পত্রেরই অনুরূপ। সেইজন্যই এগুলি তাঁহার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়, তিনি বহুদিন এরূপ ইচ্ছা করেন নাই। সাহিত্যরসিক দুই তিনটি বন্ধু ও নিতান্ত আপনার কয়েকটি আত্মীয় ভিন্ন এগুলির অস্তিত্বও কেহ জানেন নাই। কেবল ইংরাজী ১৯১৩ সনে একবার 'সাহিত্য' সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় তাঁহার পত্রিকার জন্য কবিতার প্রার্থী হইয়া আসিলে তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বাধ্য হইয়া **সহ-যাত্রার** প্রথম ছয়টি সনেট 'সাহিত্যে' ছাপাইতে দিয়াছিলেন। অতঃপর ১৯২৭ সনে বিলাত ভ্রমণকালে শ্রীযুক্তা জেসিকা ওয়েষ্টব্রুক নাম্নী জনৈক ইংরাজ মহিলা তাঁহার কোন বাঙ্গালী বন্ধু কর্ত্তৃক **আলো ও ছায়ার** কবিতা অনুবাদ করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া আসিয়া, এই সনেটগুলিরই অনুবাদ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি গত বৎসর যে একাদশটি সনেটের অনুবাদ পাঠাইয়াছেন তাহা এদেশের কোন ইংরাজী মাসিকে কিছুদিন হইল প্রকাশিত হইয়াছে।

সহ-যাত্রার ও **একলার** কবিতাগুলি এক সূত্রে গ্রথিত মালার ন্যায়; শেষাংশেরগুলি কতকটা অসম্বদ্ধ, অথবা ছিন্নসূত্র মালার

স্খলিত ফুলের মত। এই জন্যই ইহার নাম **ঝরা ফুল** হইল।
বস্তুতঃ 'অক্ষয় প্রদীপ' হইতে আরম্ভ করিয়া ছয়টি সনেট অশোক সঙ্গীতেরই পরিশিষ্ট। ইতি

প্রকাশক।

কলিকাতা
১০ই জানুয়ারী, ১৯৩০

বর্ণানুক্রমিক সূচী

১। সহযাত্রা

প্রথম ছত্র			পৃষ্ঠা
আঁচল ভরিয়া আনি নানা পত্র ফুলে	...	...	৮
আজ কিছু সুধায়োনা মোরে ...	...	...	৭
আপনারে বারবার বিরলে সুধাই	...	...	১৪
আমারে কেমনে আমি খুলিয়া দেখাই	...	...	২৪
আমি স্বপনের রাজ্যে ভ্রমি নিশি দিন	...	...	৪
এত দিন পরে মোরে হেরিলে, শোভন	...	...	১৭
এ নহে সে মান, প্রিয়, কিশোরী কিশোর	...	...	২০
কবিতা সঙ্গীত সম ছন্দে আর সুরে	...	...	১৮
কহিনু—সার্থক হোক্ তোমার প্রণয়	...	...	৬
কহিলে—তোমারি তরে এসেছি আবার	...	...	৩
কহিলে—প্রণয়ে মোর কর গো প্রত্যয়	...	...	৫
কি আর কহিব আমি, যদি অবসান	...	...	১৬
কি পেয়েছি, কি দিয়েছি, লয়ে কি সঞ্চয়	...	...	১০
গান শুনে তবে মোরে ভালবেসেছিলে	...	...	২৩
চলিয়াছি এক সাথে, তবু যদি বাজে	...	...	১২
জানিনা, অচেনা পথ চলিতে চলিতে	...	...	২২

প্রথম ছত্র			পৃষ্ঠা
তবু হাতে থাক্ হাত, চলি পাশাপাশি	..	...	১৫
তোমারে বেদনা দিতে চাহি নাই আমি	...	...	২১
দূরে ছিনু, প্রাণপণ সাধনার ফলে	...	...	১
দূর হতে যবে মোরে ভালবাসা দিতে	...	...	২
পড়িতে চাহিনা বাঁধা বাসনার পাশে	...	...	১৯
ফুল যবে ফোটে ভরি উদ্যান, কানন	...	...	৯
শ্রাবণের কংসাবতী প্লাবি দুই তীর	...	...	১১
হাতে রহিয়াছে হাত, শিথিল বন্ধন	...	...	১৩
হে সহযাত্রিন্, আজ দ্বাদশ বৎসর	...	...	২৫

২। একলা-৭৭

আর নাহি মাঝখানে কিছু দুজনার	...	...	৩৬
চিরদিন শান্তিহীন, পরিশ্রান্ত দেহ	...	...	৩০
তখন চক্ষের দেখা দেখিয়াছ, ধীর	...	...	৩৫
দীর্ঘ সপ্তদশ বর্ষ আসিয়াছি চলি	...	...	৪৪
প্রিয়তম, বিচ্ছেদের আছে অবসান	...	...	৪৫
ভুলিবার ভুলাবার কোথা অবসর	...	...	৪০
মাগিয়াছি দেবতার কাছে প্রতিদিন	...	...	৪১
বাণীর মন্দির হতে ডেকে নিয়ে এলে	...	...	৪৩
ব্যথা যদি দিয়ে থাক শতগুণ তার	...	...	৩৯
বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করি হয়েছে ভিখারী	...	...	৩৮

প্রথম ছত্র			পৃষ্ঠা
যত প্রেম, যত মান তুমি মোরে দিলে	...	...	৩৭
যথাকালে না পৌঁছিলে মোর লিপিখানি	...	...	৩৪
যখন দুর্গম পথ চলেছি দুজন ...	...	...	৩২
যে দেশে গিয়াছ তুমি, হলেও নূতন	...	...	৩১
শোকেও ছিল না তব বিরাম কর্ম্মের	...	...	৩৩
সন্ধ্যা আসিতেছে লয়ে কেবলি আঁধার	...	...	২৯
সমাপ্ত তোমার পাঠ না ফুরাতে বেলা	...	...	৪২

৩। ঝরা ফুল — ১১

অভিমানে অবিনীত আমার হৃদয়	..	...	৫৭
আয় স্নেহময়ি, তুমি ছাড়ি ধরাধাম	...	...	৫৩
আমার অন্তরে ছিল কি যে লজ্জা ভয়	...	...	৭০
একটি শিশুর হাসি যেন মায়াজালে	...	...	৫১
ওগো সতি, গৃহলক্ষ্মী, গৃহ শূন্য করি	...	...	৫৪
কত রূপে করি পূর্ণ এ ধরণী তলে	...	...	৬৪
কোমল মায়ের বুকে হানিতেছ অসি	...	...	৬৯
গাছের যে পাতা ঝরে, মৃত্যু হয়ে পার	...	...	৬৩
চাহিতে আসিনি আজ, এসেছি গো দিতে	...	...	৫৯
জীবনের সুধাপাত্র নিঃশেষে ভরিয়া	...	...	৫৬
তব কাছে, হে অনন্ত, দূর কাছে নাই	...	...	৬০
পূর্ণিমে, হেমন্ত শেষে শুভ্র পূর্ণিমায়	...	...	৫২

প্রথম ছত্র			পৃষ্ঠা
পেয়েছিনু আশীর্ব্বাদ করেছিনু আশা	...	...	৪৯
প্রতিবেশী গৃহে আজ দুহিতার বিয়া	...	...	৬৬
ভাস্কর বা হইতাম যদি চিত্রকর	...	...	৬১
মাঘের চতুর্থ দিন এল আজ ফিরে	...	...	৬৫
যত দাও, অযাচিত আনন্দে আশায়	...	...	৬৮
বহু দুঃখ দেছ বলি করি অভিমান	...	...	৫৮
বসন্ত কি সহসা এ নির্জ্জন আবাসে	...	...	৬২
বিশাল হৃদয় হতে ওকি হাহাকার	...	...	৫৫
সুচরিতে, মাঝে মাঝে ইহাদের পানে	...	...	৬৭
হয়তো করেছি ভুল, স্বপ্নাকুল মন	...	...	৫০

জীবন পথে

১

সহ-যাত্রা

সহ-যাত্রা

১

দূরে ছিনু, প্রাণপণ সাধনার ফলে
আনিলে নিকটে মোরে। কোন্ ইন্দ্রজালে
দেখেছিলে দেবপ্রভা মানবীর ভালে ?—
ঢেলে দিলে, অযাচিত, এ চরণ তলে
তোমার সর্ব্বস্ব ? শীত উন্নত অচলে
কঠিন তুষার ছিনু, ধরায় নামালে
গলাইয়া বিন্দু বিন্দু ; দেখি শেষকালে
শক্ত নহি, শুভ্র নহি, পরিণত জলে।

এ জলে তোমার তৃষা কর পরিহার,
সমূলে সংহার কর মোর লাজ ভয় :
অচেনা এদেশ, আমি লুকাইতে চাই
তোমার হৃদয় গেহে। কি কহিব আর,
ছুটিলে এ ইন্দ্রজাল, টুটিলে প্রণয়
মোর তরে নাহি আর দাঁড়াবার ঠাঁই।

২

দূর হ'তে যবে মোরে ভালবাসা দিতে,
বলেছি সহস্রবার,—করি না প্রত্যয়
প্রেমের স্থায়িত্বে আমি ; কভু নাহি সয়
নর ভাগ্যে এত সুধা।—কাতরে মাগিতে
নিত্য তুমি প্রেম মম, আমি শান্ত চিতে
ফিরায়ে দিতাম তোমা। কিসে যে কি হয়
কে বলিতে পারে কিন্তু। কালে পায় ক্ষয়
কঠিন পর্ব্বত দেহ শিশিরে বৃষ্টিতে।

তোমার প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ করেছে আমার
বিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতা। একদা প্রভাতে
দুঃস্বপ্ন পীড়িত চিত্ত, কি বেদনা ভরে
উঠিলাম ; বাহিরিতে খুলি গৃহ দ্বার,
সম্মুখে দেখিনু তোমা ; হাত রাখি হাতে
পুছিনু—এসেছ পুনঃ এজনেরি তরে ?

৩

কহিলে—তোমারি তরে এসেছি আবার।
যত ফিরাইয়া দাও, হয় দৃঢ়তর
তত আকর্ষণ তব। নিরাশার পর
আবার জেগেছে আশা, ঠেলি অন্ধকার
জাগে যথা উষা নিত্য। দেখ চারিধার
কি আলোক, কি সঙ্গীত ; দেখ কি সুন্দর
জীবন-তরঙ্গ-রঙ্গ। দুঃস্বপ্ন কাতর
কে রহে দিবসে, ঢাকি আঁখি আপনার ?

এই শুভ্র দিবালোকে চল দুজনায়
খুঁজি জীবনের সিদ্ধি। বিশাল জগৎ ;
প্রেমের আনন্দগীত, কর্ম্ম কোলাহল,
সুখের দুঃখের স্রোতঃ কত বহি যায়
পাশাপাশি। চল যাই, ধরি প্রেমপথ,
দুজনে লভিয়া প্রাণে দুজনের বল।

৪

আমি স্বপনের রাজ্যে ভ্রমি নিশি দিন,
ঘন অন্ধকার কিবা রৌদ্র অতিশয়
সমান দুঃসহ মম। আমার হৃদয়
অস্ফুট কামনা ভরা ; গোধূলি বিলীন
ক্ষুদ্র তারকার মত শত আশা ক্ষীণ
জ্বলিতেছে খুঁজি এক অটল আশ্রয়।
তোমার আমার পথ হয় কি না হয়
একদিকে, বিচারিয়া দেখ হে প্রবীণ।

পিপাসিত তুমি যার তরে, সে প্রণয়
আমি কি পারিব দিতে মিটায়ে পিয়াস ?
পারিব কি চিরদিন ধরি এক পথ
চলিবারে একসাথ সদা নিঃসংশয় ?
জাগিবেনা চিত্তে তব নব অভিলাষ
পূর্ণ হলে আজিকার এই মনোরথ ?

৫

কহিলে—প্রণয়ে মোর করগো প্রত্যয় ;
বারবার প্রত্যাখ্যাত, আসি বারবার ;
সকল আশার মম, সর্ব্ব কামনার
সিদ্ধি তব প্রেমলাভ, জানিও নিশ্চয়।
তোমার হৃদয়ে প্রেম নাও যদি রয়,
আমার এ প্রেম গিয়া করিবে সঞ্চার
তোমাতে কনক শিখা ; সুন্দর সংসার
হেরিবে সুন্দরতর, গীতি-প্রীতি-ময়।

জাননা প্রেমের ধর্ম্ম ? যথা দাবানল
কাননের কোন প্রান্তে শুষ্ক তরু শাখে
জ্বলিয়া, বর্দ্ধিত তনু সর্ব্বদিক্ ধায়,
সরস নীরস তরু, লতা গুল্মদল
অনল করিয়া লয়, কিছু নাহি রাখে,
এ প্রেম লইবে তথা তোমার হিয়ায়।

৬

কহিনু—সার্থক হোক্ তোমার প্রণয়।
তুমি আপনারে দিয়া যদি সুখ পাও,
আমাতে যা আছে যদি তাই শুধু চাও,
তোমার অতৃপ্তি, মোর অপুণ্য না হয়,
তবে আমি ত্যজিলাম ভবিষ্যের ভয়।
বিশাল হৃদয় তব, যদি পার তা'ও
করগো বিশালতর, তাহে স্থান দাও
সব দোষে গুণে মোরে, হোক্ তব জয়।

বহু ভার বহে নারী, বহু কষ্ট সহে,
কেবল নিজের ভার দুর্ব্বহ তাহার,
এ বোঝা নামায়ে লও। চল মোর আগে
দেখাইয়া পথ মোর। যদি অশ্রু বহে,
ঢাকে আঁখি, করস্পর্শে করিও সঞ্চার
নব দৃষ্টি, দীপ স্পর্শে দীপ যথা জাগে।

৭

আজ কিছু সুধায়োনা মোরে,
ভাবিতে দিওনা কোন কথা,
গত, অনাগত, দুঃখ ব্যথা
জাগায়োনা। থাকি ঘুমঘোরে,
বাঁধা তব দৃঢ় বাহু ডোরে।
এ আরাম, শান্তি, মধুরতা
জাগ্রতে মিলেনা যথা তথা ;
স্বপ্ন যদি তবু রাখি ধরে।

দুটি তরী, বাঁধা পাশাপাশি,
ভেসে যাই স্বপন সাগরে,
লক্ষ্য করি অনন্ত জীবন ;
নেত্রপথে উঠিতেছে ভাসি
নব তারা, নব নভস্তরে,
অতলে ডুবায়ে পুরাতন।

৮

আঁচল ভরিয়া আনি নানা পত্র ফুলে
সাজাই আলয় যবে, নিভৃত হৃদয়
ফুলের সৌরভে মোর সুরভিত হয়
অম্বুলিপ্ত ঊষালোকে। দেখাইতে খুলে
পারি না তাহারে, মৌন চাহি মুখ তুলে।
নীরবে হউক চক্ষে চিত্ত বিনিময় ;
যে মালা পরাই কণ্ঠে কথা যেন কয়
অন্তঃকর্ণে, ভাষা আমি যাই যবে ভুলে।

নিদ্রায় সুখের স্বপ্ন যদি কভু আসে
জেগে উঠে সব তার না রয় স্মরণে,
জাগ্রত প্রেমের চক্ষে যে স্বপন ভাসে
মধুময়, ফেরে সাথে চরণে চরণে
সারাদিন। আসে যদি অদৃষ্ট আকাশে
বজ্র, এ স্বপন তবু রবে মনে।

৯

ফুল যবে ফোটে ভরি উদ্যান, কানন,
পাখী যবে গাহে গান সহকার শাখে,
যদি ভুলাইয়া কাজ মোরে ধরে রাখে ;
যদি স্নিগ্ধ রশ্মিজালে টেনে লয় মন
জ্যোৎস্নাহীন রজনীর তারা অগণন ;
উদিয়া গগন-প্রান্তে যদি মোরে ডাকে
রাঙ্গা শশী, বনস্পতি-পল্লবের ফাঁকে
উঁকি দিয়া, আজন্মের বন্ধুর মতন ,—
মোরে সখে দিও ছুটী দু-দণ্ডের তরে।
কাছে যা ভুলিতে তারে চেষ্টিত এ নহে।
আমি চাহি ফুলবনে করি' বিচরণ
ফুলের সৌরভে মোর দেহ মন ভরে ;
জ্যোতিষ্কের আঁখি হ'তে যে অমৃত বহে
পিয়া, দূরতার বাধা হই বিস্মরণ।

১০

কি পেয়েছি, কি দিয়েছি, লয়ে কি সঞ্চয়
চলেছি, কেন সে চিন্তা? কি হইবে জানি
কতখানি স্বপ্ন, আর সত্য কতখানি?
জীবনের আদ্যোপান্ত জাগরণ নয়,
সমস্তই নহে স্বপ্ন। তাও যদি হয়,
ক্ষতি কি? একান্তে হেথা মোরা দুটি প্রাণী
পরস্পরে পরিতৃপ্ত, সর্ব্ব দুঃখ গ্লানি
মুছে গেছে প্রেম-স্পর্শে, ঘুচে গেছে ভয়।

মোরা আসি নাই হেথা বহিবারে ভার,
দিনের মজুরী লয়ে, ধনীর আলয়ে
খাটিতে ঘর্ম্মাক্ত ক্লান্ত ; জীবন উৎসবে
আদৃত অতিথি মোরা বিশ্ববিধাতার ;
অমৃত পড়িলে পাতে পিয়া নিঃসংশয়ে,
কহিব—মানবভাগ্যে অমৃত সম্ভবে।

১১

শ্রাবণের কংসাবতী প্লাবি দুই তীর
চলিয়াছ কি আবেগে ! নব জলরাশি
শুষ্ক খাতে যেই দিন দেখা দিল আসি,
নিশ্চয় জাগিয়াছিল ব্যথা সুগভীর,
পাবার আনন্দসাথে নিজ দীর্ঘ ধীর
প্রতীক্ষার কথা ভাবি। চন্দ্রমার হাসি
ঊর্দ্ধে হেরি,উৎসবের শুনি শঙ্খ বাঁশী
শান্ত কি বেদনা আজ ?—অন্তর সুস্থির ?

নহ স্থির, নহ শান্ত, হে বিপুলা নদী,
চলিয়াছ অহরহ স্ফীত বুকে ভরি
গ্রহণের বহনের অতিরিক্ত দান ;
সেও যে বিষম ব্যথা। দিতে পার যদি
পথে আর যাত্রা শেষে, সর্ব্বস্বান্ত করি
আপনারে, এ বেদনা হবে অবসান।

১২

চলিয়াছি একসাথে, তবু যদি বাজে
তোমার শ্রবণে গূঢ় কর্ত্তব্যের বাণী,
যার ভাষা, যার মর্ম্ম আমি নাহি জানি,
দাঁড়ায়োনা মোরে চাহি দ্বিধা-ভয়-লাজে।
ধর্ম্মের সঙ্গিনী আমি, কোন পুণ্যকাজে
জেনো নাহি দিব বাধা। আপনারে টানি
লয়ে যাব পাশে পাশে, পারি যতখানি ;
না পারি একেলা বসি রব পথমাঝে—
আবার মিলিতে সাথে। মোরা দুইজন
জীবনের দীর্ঘপথে এক লক্ষ্য স্মরি,
চলিয়াছি, প্রেমে যুক্ত ; কেহ কারো পায়ে
বাঁধি নাই দাসত্বের কঠিন বাঁধন।
আমি যবে তুলি ফুল তুমি ধৈর্য্য ধরি
একটু দাঁড়ায়ো, সখে, মোর প্রতীক্ষায়ে।

১৩

হাতে রহিয়াছে হাত, শিথিল বন্ধন,
কণ্ঠের মালতীমালা ক্ষীণগন্ধ, ম্লান,
সহসা থামিয়া গেছে অসমাপ্ত গান,
নয়নে জমিছে মেঘ, ভেঙ্গে আসে মন ;—
একি স্বপ্ন শেষ, কিবা একি দুঃস্বপন ?
জীবনের বসন্ত কি হ'ল অবসান ?
একি নিদাঘের জ্বালা ? এটা কোন স্থান,
কোন কাল ? মোরা বসি কারা দুইজন ?
কোন পথে চলেছি এ ? করেছ কি ভুল ?
কোন দিকে দৃষ্টি তব, ওহে প্রিয়তম ?
কোথা হ'তে বহি গেল অমঙ্গল বাত
চক্ষে উড়াইয়া ঘন সংশয়ের ধূল ?
বিরস দিবস নিশা করি অতিক্রম,
কত দূরে যেতে হবে হাতে বাঁধা হাত ?

১৪

আপনারে বারবার বিরলে সুধাই—
এই কি প্রেমের রীতি? প্রেমের উচ্ছ্বাস
এমনি শিথিল গতি, নিরাশ, উদাস?
প্রেমে শান্তি, কর্ম্মে সুখ, কভু এক ঠাঁই
রহে না কি? প্রেমের কি এত শক্তি নাই,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ তাপ করিয়া বিনাশ
প্রতি দিবসের, স্থির রাখে বারমাস
কর্ম্ম ক্লান্ত মানবেরে? যত প্রেম চাই
জুড়াইতে তপ্ত হিয়া, তাড়াইতে ভয়,
হয়না মানবে তত? তবে এ ধরায়
দুটি প্রাণ—কাছাকাছি থাকে, কিবা দূর—
পূর্ণ মিলনের তরে কভু সৃষ্ট নয়;
যে যার আপন ভার বহি চলে যায়,
বিরহ ব্যথিত চির, চির তৃষাতুর!

১৫

তবু হাতে থাক্ হাত, চলি পাশাপাশি,
এক পথে, এক দুঃখে দুঃখী দুইজন।
আর কিছু নাই হোক্, করুণা-বন্ধন
বাঁধুক দোঁহারে। যদি কুহেলিকা আসি
সম্মুখ পশ্চাৎ ফেলে একেবারে গ্রাসি,
না পাই খুঁজিয়া পথ, দুটি ভীত মন
পরস্পরে আগুলিয়া করিবে যাপন
নিবিড় সংশয় রাত্রি—যেন ভালবাসি।

সুদীর্ঘ দুর্গম পথে যেই সঙ্গী থাক্
সেই আপনার জন ; স্বদেশীর ভাষ
বিদেশে প্রবাসী কর্ণে কত না মধুর !
যাক্ প্রেম, যাক্ সুখ, আশা ভেঙ্গে যাক্,
তবুতো রয়েছে স্মৃতি নাহি যার নাশ,
তবে কাছাকাছি থাকি, নহে দূর দূর।

১৬

কি আর কহিব আমি, যদি অবসান
হয়েছে প্রেমের তব। জানেন ঈশ্বর
তোমারেই করেছিনু একান্ত নির্ভর ;
অসীম বিশ্বাস ভরে দেহ মন প্রাণ
বরমাল্য সনে তোমা করিয়াছি দান।
আমা হতে আর কিছু আছে প্রিয়তর—
হ'তে পারে—হেন তথ্য ছিলনা গোচর।
হায়রে অতীতে আজ হাসে বর্ত্তমান !

তুমি যা বলেছ, আমি লইয়াছি মানি
ধ্রুব সত্যরূপে, প্রিয়। আমি যে দুর্ব্বল,
আমি কাঙ্গালিনী, শেষে স্নেহ ভিক্ষা করি
কাঁদিব তোমার দ্বারে তখন কি জানি ?
তুমি কি জানিতে, যবে তপ্ত অশ্রুবারি
ঢালিতে একান্তে বসি এ চরণোপরি ?

১৭

এত দিন পরে মোরে হেরিলে, শোভন,
স্বরূপে। স্বপন আর কান্তি কল্পনার
আমা হতে গেছে সরে'। বিস্তীর্ণ ধরার
কোটি মানবের মধ্যে আমি একজন,
ক্ষীণ বল, নত তনু, বহি অনুক্ষণ
বিফল, বিপুল শত কামনার ভার।
আমাতে আনন্দ তুমি লভিবেনা আর,
হায়রে, মানব-প্রেম অস্থির এমন!

অনেক বলেছ কথা, বিফল-স্মরণ,
বিলাপে রোদনে আজ কোন ফল নাই ;
এখনও রয়েছে বেলা, উজ্জ্বল জগৎ ;
যে মঙ্গলমালা দিয়া করেছ বরণ,
তারি গন্ধটুকু লয়ে আমি দূরে যাই,
বুঝে লও ইষ্ট তব, চিনে লও পথ।

১৮

কবিতা সঙ্গীত সম ছন্দে আর সুরে
ভরে নাই এ জীবন, সুখের স্বপন
উঠে নাই সত্য হয়ে ; নিষ্ফল বপন
অজস্র আশার বীজ। কল্পনার পুরে
প্রতিষ্ঠিত যেই প্রেম, সে যে বহু দূরে
মানবের গৃহ হ'তে ; চন্দ্রমা তপন
ধরা হতে যথা দূর ; করি প্রাণপণ
যে ছোটে ধরিতে, সে তো মরে শুধু ঘুরে।

যে আলো আরাম চাহি বাঁচিবার লাগি
পেয়েছ, হৃদয়, বেশী কেন চাহ আর ?
জীবনের গূঢ় শিক্ষা লহ এইবার—
আসিয়াছ অনেকের সুখ-দুঃখ-ভাগী,
সহায়, সেবকরূপে। নিজস্ব কে কার ?
কে কার প্রেমের লাগি ফিরে সর্ব্বত্যাগী ?

১৯

পড়িতে চাহিনা বাঁধা বাসনার পাশে,
বেড়াইতে চাহি আমি একান্ত স্বাধীন,
তবুও হৃদয় মোর দীর্ঘ রাত্রি দিন
এই পান্থশালা পানে ফিরে ঘুরে আসে।
আজ যাক্। কাল তপ্ত উদাস বাতাসে
দিবা যবে গোধূলিতে হইবে বিলীন,
বাহির হইব আমি, বাধা-বন্ধ-হীন,
সংসারের রাজপথে আপন উল্লাসে।

কেন এসেছিনু হেথা, শুনে কার ডাক?
সে কি দাঁড়াইবে কাল তপ্ত অশ্রু দিয়া
পিচ্ছিল করিয়া মোর সম্মুখের পথ,
অথবা বলিবে—যদি যেতে চাহে যাক্;
ভুল করে একদিন এনেছি ডাকিয়া,
হায়রে, সংসারে কোথা পূরে মনোরথ?

পাবনা
এপ্রিল ১৮৯৮

২০

এ নহে সে মান, প্রিয়, কিশোরী কিশোর
যেই লুকাচুরি খেলা প্রেম লয়ে খেলে ;—
চায় বুকে তুলে নিতে, যায় পায়ে ঠেলে,
দুঃখেরে জানায় কোপ। নিশা হলে ভোর
কাঁদে মৃত-পুত্রা হেরি শিশু-হীন ক্রোড়
যে ব্যথায়, এ যে তাই। ফিরে নিদ্রা গেলে
ভাঙ্গা আনন্দের স্বপ্ন আর নাহি মেলে।
কি নিষ্ঠুর জাগরণ, সত্য কি কঠোর!

তবু সত্য ভাল। দুই বাহু বক্ষঃমাঝ
অসত্যেরে চেপে ধরে থাকা কিছু নয় ;
স্বপ্ন হ'তে যদি হেথা জাগিতেই হয়
প্রভাতেই জাগা শ্রেয়ঃ। যদি কোন কাজ
ঘরের বাহিরে থাকে, জীবনের লাজ
তাই দিয়ে ঢেকে দিব, থাকিতে সময়।

২১

তোমারে বেদনা দিতে চাহি নাই আমি
ওগো প্রাণ-প্রিয় ! যদি দূরে যেতে চাই
তাহাও তোমারি লাগি। জীবন বৃথাই
সে নারীর, সঙ্কটে কি শোকে দুঃখে স্বামী
দাঁড়ায় একাকী যার। যেতে হলে নামি
আঁধার পাতালপুরে, যাইব সেথাই,
রহে যেথা সর্প শত—আছে কিম্বা নাই
মণি কি অমৃত ভাবি দাঁড়াবনা থামি।

প্রেম ভরে ধরি হাত যদি যাও লয়ে,
কণ্টক সঙ্কুল পথ হবে পুষ্পময়
মোর তরে ; সুপ্রসন্ন স্নেহদৃষ্টি তব
আমার জীবনাকাশে শুভ্র জ্যোৎস্না হয়ে
ঘুচাইবে অন্ধকার নিবিড় সংশয় ;
তুমি যদি সুখে থাক আমি সুখে রব।

২২

জানিনা, অচেনা পথ চলিতে চলিতে
কি দেখিতে কি দেখেছি, কি করেছি ভুল,
সংশয় মথিত-প্রাণ, ব্যথিত ব্যাকুল,
কি কথা বলেছি ফেলে কি কথা বলিতে।
জানি শুধু কোন দিন চাহিনি ছলিতে
তোমারে বা আপনারে। আজ প্রতিকূল
ভাগ্য তব ; দুঃখ পথে উপাড়ি আমূল
দিনু মোর অভিমান চরণে দলিতে।

হে আমার বীর, আজ শ্রান্ত তব শির
রাখ এ দুর্ব্বল স্কন্ধে ; তপ্ত অশ্রু সাথ
গলিয়া বাহির হোক্ বেদনা কঠিন ;
আজ অন্ধকার রাত্রে তব সঙ্গিনীর
দৃষ্টি হোক্ তব দৃষ্টি ; হাতে দিয়া হাত
চল ধীরে, দেখা দিবে কাল শুভদিন।

২৩

গান শুনে তবে মোরে ভালবেসে ছিলে,
সে ভালবাসায় জানি ছিল অধিকার
আগে গীত মাধুর্য্যের পরে গায়িকার।
কালে যবে বধূরূপে বরিয়া আনিলে,
তোমার সর্ব্বস্ব যবে বিনা পণে দিলে,
আসিল, খুলিয়া রুদ্ধ হৃদয়ের দ্বার,
প্রীতি, স্মৃতি, আশা, ভীতি, যা কিছু আমার
নীরব গভীর স্রোতে ;—কিছু কি জানিলে ?

ওগো প্রিয়, দুঃখ যথা, সুখ অতিশয়,
অতি প্রীতি রোধে বাণী, বাধা দেয় গীতে।
কি করিব নাহি জানি। নীরব হৃদয়
গাহে যাহা, শোন নামি হৃদয় নিভৃতে।
গান যারে জন্মাইল, জাগাইল যারে
ভয় হয় মৌন আমি হারাইবা তারে।

২৪

আমারে কেমনে আমি খুলিয়া দেখাই,
হায়রে সমস্ত মোর দেখাবার নয়।
কূলে কূলে আছাড়িছে যে তরঙ্গচয়
সাগরের গভীরতা নাই, তাতে নাই।
দৃষ্টি বাণী, হাসি অশ্রু—চাই কিনা চাই
দেখাইতে—ধরা পড়ে ; তাহাতে কি হয়
তরঙ্গিত অন্তরের পূর্ণ পরিচয়?
কে তার আভাস দিবে অতলে যে ঠাঁই ?

হে মৌন ঈশ্বর, এই বিচিত্র বিশ্বের,
হে রুদ্র, সুন্দর স্রষ্টা অপূর্ব্ব সৃষ্টির,
রাখিয়াছ সঙ্গোপনে যথা আপনায়,
জড়ের জীবের তথা, দৃশ্য অদৃশ্যের
অনেক রেখেছ গুপ্ত, অতীত দৃষ্টির ;
এ যে গো তোমারি লীলা, কি করিব হায়!

হে সহযাত্রিন্, আজ দ্বাদশ বৎসর
পূর্ণ হ'ল, হাতে হাত করিয়া অর্পণ,
বাহিরিনু জীবনের পথে দুই জন,
আশাভরে, পাশাপাশি ; সেই যুক্ত কর
আছে যুক্ত, ঢালিতেছে সেই শশধর
রজত কিরণ শিরে ; ম্লান তবানন
নিভৃত মমতারাশি করি আকর্ষণ
নূতন জোয়ারে মোরে করিছে মুখর।

আজ আমি মনে মুখে চাহি জানাইতে
আমার সমস্ত প্রেম ; ত্যজি ভয় লাজ,
আমার হৃদয় পাতি আজ চাহি নিতে
সমস্ত হৃদয় তব ; তুমি এস আজ,
পুরাতন সঙ্গী, স্বামী, ধর বরবেশ,
তোমারে নূতন করি বরিব প্রাণেশ।

ডাকবাঙ্গলা,
বনগ্রাম, যশোহর
আগষ্ট, ১৯০৬।

জীবন পথে

২

একলা

জীবন পথে

একলা

১

সন্ধ্যা আসিতেছে লয়ে কেবলি আঁধার,
পথপানে চাহি আমি শুদ্ধ নিরাশায়,
জীবনের সাথী মোর গিয়াছ কোথায়,
আমার এ শূন্যগৃহে ফিরিবেনা আর,
আমার এ হৃদয়ের বেদনার ভার
বহিতে হইবে একা। বিরহ ব্যথায়
এত যে কাতর ছিলে, স্নেহ মমতায়
গেলে কি ডুবায়ে চির-বিস্মৃতি মাঝার ?

সেথা হতে যদি তব আকুল নিশ্বাস
পশিত শ্রবণে মোর, তব অশ্রুধার
আসিয়া করিত সিক্ত তপ্ত বক্ষস্থল,
কত না সান্ত্বনা হ'ত ; কত না বিশ্বাস
সংশয় ঘুচায়ে দিয়া এপার ওপার
করে' দিত কাছাকাছি, প্রাণে দিত বল।

কলিকাতা
নবেম্বর, ১৯০৯।

২

চিরদিন শান্তিহীন, পরিশ্রান্ত দেহ,
অতিশয় মমতায় ব্যথিত জীবন,
মৃত্যু-পরপার-নীত যদি বিস্মরণ
হয়ে থাক একেবারে ধরণীর স্নেহ,
যদি সেথা লভি থাক আরামের গেহ,
তাহাও সান্ত্বনা মম। আপন বেদন
স্বেচ্ছায় বহিব আমি, তব দেহ মন
ব্যথা-মুক্ত বুঝাইতে পারে যদি কেহ।

তুমি নাই এ চিন্তায় যে অসহ্য শোক,
তার মত মর্ম্মঘাতী কিছু নাই আর ;
বলে যাও, তুমি আছ, করিছ স্মরণ
অতীতে অতীত-তাপ, নবীন আলোক
দেখাইছে গত দুঃখ মঙ্গল-আকার,
দেখাইছে অমৃতের সোপান মরণ।

কলিকাতা
নবেম্বর, ১৯০৯।

৩

যে দেশে গিয়াছ তুমি, হলেও নূতন,
সেথা যেতে আর মম নাহি কোন ভয়,
আমি যাইবার আগে প্রবাসে আলয়
সাজায়ে রাখিতে তুমি, করিয়া যতন,
করিয়া রাখিতে মোর মনের মতন
প্রতিদ্রব্য, প্রতিকক্ষ পত্র পুষ্পময় ;
যেই অভ্যর্থনা শুধু নববধূ পায়,
প্রতি মিলনের দিনে দিয়াছ আমায়।

কর্ম্মক্লান্তি তুচ্ছ করি কভু দিবাশেষে,
গভীর নিশীথে কভু শয্যা পরিহরি,
আমারে এসেছ নিতে করি প্রত্যুদ্‌যান ;
আজ যদি আসে মৃত্যু অজানা ওদেশে
নিয়ে যেতে, তুমি আগে দীপ হস্তে করি
আসিবে দেখাতে পথ, আশ্বাসিতে প্রাণ।

হাজারিবাগ
জুন, ১৯১০

৪

যখন দুর্গম পথ চলেছি দুজন
তুমি আগে, আমি পিছে, বহু কর্ম্মভারে
শ্রান্ত অবনত তনু, তবুও তোমারে
আপনার বহনীয় করিয়া অর্পণ
চলেছি অক্লেশে আমি। কভু অকারণ
আমার কম্পিত হাত গেছে ধরিবারে
তোমার সুদৃঢ় হস্ত : বিনা তিরস্কারে
কাছে টানি বক্ষে তাহা করেছ ধারণ!
সস্নেহ শঙ্কিত দৃষ্টি কত শতবার
চাহিয়াছ মুখপানে ; সে দৃষ্টির লোভে
জানায়েছি ক্ষুদ্র কষ্ট, আদর যতন
পেয়েছি কত না মিষ্ট। আজ কে আমার
ভাবে রোগ শোক ব্যথা? আজ মরি ক্ষোভে
দিই নাই, লইয়াছি শিশুর মতন।

হাজারিবাগ

৫

শোকেও ছিল না তব বিরাম কর্ম্মের,
উৎসবেও জান নাই বিশ্রামের সুখ,
আমি কি শোকের ভারে রহিব বিমুখ
আমার কর্ত্তব্য হ'তে ? তোমার ধর্ম্মের
সঙ্গিনী করিয়া মোরে, আমার মর্ম্মের
মর্ম্মে ছিল যত সুপ্তি, স্বপনের সাধ,
চেয়েছিলে উপাড়িতে ; ক্ষম অপরাধ,
নিভৃতে স্বপন সেবা করেছি যা ফের।

আজ একাকিনী দুঃখ ঝটিকার মুখে,
দুইখানি ক্ষীণতর বাহুর বাঁধনে
অসহায় শিশুগুলি বেঁধে লয়ে বুকে,
দেখ চলিতেছি পথ দ্রুত, ভীত মনে,
খুঁজি ইহাদের তরে মঙ্গল আশ্রয়,
অনিদ্র আঁখির আজ নাহি স্বপ্নভয়।

হাজারিবাগ

৬

যথাকালে না পৌঁছিলে মোর লিপিখানি
চিন্তাকুল হ'ত তব চিত্ত স্নেহময়,
দিন গেল, মাস গেল, বর্ষ গত হয়,
লও কি না সমাচার কিছুই না জানি।
কোন বার্ত্তাবহ মোরে দেয় নাই আনি
কুশল সংবাদ তব ; মুগ্ধ এ হৃদয়
আপনি বলিয়া উঠে—'সর্ব্ব অনাময়,'
আশা হয়ে আসে তার সান্ত্বনার বাণী।

অদেহ, কি দিব্যদেহ, তুমিই কি থাক
আশারূপে, শান্তিরূপে, মোর কাছেকাছে ?
প্রত্যূষে তুমিই মোরে নাম ধরে ডাক
আর বল—"দৃঢ় হও, বহু কাজ আছে"—?
সন্ধ্যাকালে শ্রান্তি আর চিন্তা যবে ঘিরে,
তুমি কি অভয় হস্ত রাখ তপ্ত শিরে ?

হাজারিবাগ

৭

তখন চক্ষের দেখা দেখিয়াছ, ধীর,
আমার অন্তরখানি দেখ নাই সব,
কত লজ্জা রাখিয়াছে আমারে নীরব,
কত অভিমান আসি তুলেছে প্রাচীর
উভয়ের মাঝখানে ; কত অশ্রুনীর
ভুল বুঝায়েছে হায় ! অনাবৃত-চিত,
আজ দেখ ভাল ক'রে, যা ছিল নিভৃত ;
দেহ-মুক্ত, প্রবিশ এ হৃদয়-মন্দির।

অবারিত দৃষ্টি, আজ অতীতের ভুল
ঘুচে কি গেল না সব ? কোন কি বেদন
জুড়ালনা, প্রসবিয়া নূতন সন্তোষ ?
কোন কণ্টকের পাশে ফুটেছে কি ফুল ?
কোন সংশয়ের মূল হইল ছেদন ?
বুঝিলে যে টুকু গুণ, ক্ষমিলে কি দোষ ?

হাজারিবাগ

৮

আর নাহি মাঝখানে কিছু দুজনার,
বেদনা-মুখরা বাণী, মুক অভিমান
দূরত্ব স্থাপিত যারা, সব তিরোধান ;
দরশ পরশ তৃপ্তি তা'ও নাহি আর
ভেঙ্গেছে যা ছিল স্থূল মৃত্যুর প্রহার ;
ক্ষুদ্র হ'তে, ক্ষোভ হ'তে করি পরিত্রাণ
রেখে গেছে পাশাপাশি দুটি দীপ্ত প্রাণ,
সুখের ভোগের সাধ করি ভস্মসার।

এত দিনে হ'লে তুমি নিত্য সহচর,
সকল চিন্তার মোর, সকল চেষ্টার
সমভাগী, সমব্যথী : দেহ তেয়াগিয়া
আমার হৃদয়পুরে বাঁধিয়াছ ঘর।
তাই স্তূপাকার ভ্রম, আঁধারের ভার
সরিতেছে, শান্তিউষা উঠিছে জাগিয়া।

হাজারিবাগ
৩০শে এপ্রিল, ১৯১১।

৯

যত প্রেম, যত মান তুমি মোরে দিলে,
তার মত কিছু যেন পারি নাই দিতে,
এই ক্ষোভ নিশিদিন জাগিতেছে চিতে
তোমারে হারায়ে প্রিয়। তুমিই বরিলে
গৃহ-সিংহাসনে রাণী, তুমিই করিলে
অতুল সম্মান মোরে সমগ্র মহীতে
মহীয়সী নারী মানি ; সহিতে বহিতে
মোর সুখ দুঃখ নিজ হৃদয় ধরিলে।

সংসারে সবার চেয়ে তুমি কাছে আসি
লয়ে গেলে হাতে ধরে’ সংসার মাঝার,
বিচিত্র সঙ্গীত সহ যেথা কোলাহল,
আনন্দ বেদনা সহ, অশ্রু সহ হাসি ;
যেথা অহরহ মথি কর্ম্ম পারাবার
মানব লভিছে নিত্য অমৃত গরল।

হাজারিবাগ

১০

বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করি হয়েছে ভিখারী
যেই রাজা, বিলাইয়া জয়লব্ধ ধন,
শূন্য করি পূর্ণ কোষ, ত্যজি রত্নাসন
বসিয়াছে কুশাসনে, ফল মূলাহারী,
রাখিয়াছে মৃৎপাত্রে পিপাসার বারি,
সেই ছিল বিশ্বজয়ী। দীন সেই জন,
লুণ্ঠিতে লইতে জানে, দিতে যে কৃপণ ;
সে তো রুদ্ধ ভাণ্ডারের ক্ষুধার্ত্ত ভাণ্ডারী।

এত তুমি দিয়াছিলে, দুই হাত ভরি
কেবল লয়েছি আমি ; শেষে একদিন
বুঝি তুমি দেখেছিলে কি দরিদ্রপ্রাণ,
বুঝে নিলে নহি আমি রাজরাজেশ্বরী।
স্মিত মুখ দেখিলাম বিস্ময়ে মলিন,
কাঁপিল আমার কণ্ঠ থেমে গেল গান।

হাজারিবাগ
১২ই নবেম্বর, ১৯১১।

১১

ব্যথা যদি দিয়ে থাক শতগুণ তার
আপনি পেয়েছ ব্যথা। পীড়িত সন্তান
জননীর শুশ্রূষার দেয় প্রতিদান
শুনায়ে কঠিন ভাষা। যত তিরস্কার
যত অসহিষ্ণু বাণী জানা আছে মার—
যন্ত্রণার আর্ত্তনাদ। ত্যজি অভিমান
তাই তার ক্ষতস্থান করিয়া সন্ধান
করে দেন স্নেহলিপ্ত, শান্তি বেদনার।

আমি দেবতার মত হৃদাসনে তব
চেয়েছিনু চিরপূজা; দৃষ্টি দেবতার
আমার ছিল না প্রিয়, কিছু দিনে তাই
পূজকের অনাদরে শিক্ষা অভিনব
লইতে হইল মোর। নিজ দুঃখভার
জানাইল তব দুঃখ, আগে জানি নাই।

হাজারিবাগ
১৪ই নবেম্বর, ১৯১১।

১২

ভুলিবার ভুলাবার কোথা অবসর ?
সাধ করে চোখ্ ঢাকা তাও হ'ল শেষ।
তুমি দেখিতেছ সত্যে শুভ্র নগ্ন বেশ,
অলজ্জিত শিশুসম, শোভন সুন্দর,
আমিও দেখিছি তারে ; আর অতঃপর
অপরেরে ভুলাইতে করিব কি ক্লেশ ?
কৌতূহল দৃষ্টি যদি লভয়ে প্রবেশ
মোদের জীবন দুর্গে, নাহি লাজ ডর।

পঞ্চদশ বৎসরের মিলিত জীবন
ছিলনা তো একখানি স্বপনের মত
অক্ষয় অমৃতসিক্ত। প্রেমের গগনে
কত রৌদ্র, কত মেঘ, বজ্র বরিষণ,
কত বিদ্যুতের হাস, চন্দ্রালোক কত,
দেছে দেখা, প্রতিচিত্র আঁকা আছে মনে।

হাজারিবাগ
১৫ই নবেম্বর, ১৯১১।

১৩

মাগিয়াছি দেবতার কাছে প্রতিদিন
যেই বর, এত দিন এত বর্ষ পরে
রোষে বা বিদ্রূপচ্ছলে, কিবা স্নেহভরে,
দিলা মোরে বিশ্বমাতা। দুটি স্রোতঃ ক্ষীণ
মিশে লভে প্রসারতা, একে অন্যে লীন,
এক বর্ণ, এক স্বাদ, এক নাম ধরে ;
সেই একীভূত রূপ একান্ত অন্তরে
চাহিয়াছি, পাই নাই, প্রেম পুণ্যহীন।

আজ বহে দুঃখনদী ভাসায়ে দু'কূল,
আজ কি সে বেড়ে গেছে প্রীতির প্রসার ?
অতীত সে আমি হ'তে ভিন্ন, পূর্ণতর
এ আমারে এত দিন করেছি কি ভুল ?
কবে মিশে গিয়েছিনু দোঁহে একাকার,
মিলিত দোঁহারে কেন ভেবেছি অন্তর ?

হাজারিবাগ
৫ই নবেম্বর, ১৯১১।

১৪

সমাপ্ত তোমার পাঠ না ফুরাতে বেলা,
হে সহপাঠিন্, তাই পাইয়াছ ছুটী,
আমার শুধিতে বাকী বহু ভুল, ত্রুটি ;
খেলা ভাবি কাজে আমি করেছিনু হেলা,
কাজ ভাবি কতবার করিয়াছি খেলা ;
জীবনের খাতাখানি ভরা কাটাকুটি,
যত মুছি কাল রেখা তত উঠে ফুটি,
দেখিতেছি সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়া একেলা।

শূন্য পাঠগৃহে চিত্ত উদাস ব্যাকুল
নিয়োজিতে হবে পাঠে। হয়তো আবার
প্রভাতের সঙ্গিদের গীত প্রতিধ্বনি
ফিরিয়া আসিবে কানে, করাইবে ভুল,
হয়তো অজ্ঞাতসারে নয়নের ধার
মুছে দিবে নবলেখা, বাড়িবে রজনী।

হাজারিবাগ
১৯১৩

১৫

বাণীর মন্দির হতে ডেকে নিয়ে এলে
যে আলয়ে, তারে বটে জানিতাম মনে
পুণ্যের আশ্রম বলি ; তবু ক্ষণে ক্ষণে
বলিয়াছি—"আত্মা মোর দেবধাম ফেলে
নেমেছে মাটির মর্ত্ত্যে ; হেথা নাহি মেলে
উদার আকাশ মুক্ত, ঊর্দ্ধ বিচরণে ;
কল্পনা লুণ্ঠিতা ধূলে, ক্ষুদ্র গৃহাঙ্গনে,
যেন পক্ষী শৃঙ্খলিত, মৃগী বিদ্ধ শেলে।

নীতির আসনে রীতি ; প্রীতি বড় নয়,
খ্যাতি বড় ; তুচ্ছ দান করিছে বড়াই,
ত্যাগযজ্ঞে মৌনাহুতি দেখিবার তরে
নাহি দৃষ্টি ; আছে ভিক্ষা, জেগে আছে ভয়।"
আজ জানি, এখানেই দেবধাম পাই,
দেবতারে দিলে ঠাঁই ক্ষুদ্র এই ঘরে—
আপন অন্তরে।

হাজারিবাগ
মে, ১৯২৫।

১৬

দীর্ঘ সপ্তদশবর্ষ আসিয়াছি চলি'
একাকিনী। কভু শ্লথ, ভাবনা বিহ্বল,
কভু লভি অকস্মাৎ তুজনার বল,
জানিনা কেমনে। কত আশা গেছে ছলি,
মৃত্যু কেড়ে নিয়ে গেছে স্নেহের পুতলি,
প্রাণ হ'তে প্রিয়তর। মুছি অশ্রুজল,
চাহি সম্মুখের পথ চলেছি কেবল,
বিচ্ছেদের অবসান আছে—এই বলি।

বিচ্ছেদের অবসান ? মৃত্যু পথ দিয়া
অনন্ত নির্ব্বাণ কিম্বা মিলন মধুর
তুই হ'তে পারে। আমি ভিখারী স্নেহের
চাহি মিলনের সুখ। বিরহ সহিয়া
না যদি তা পাই কভু, তবে তো নিঠুর
প্রেমের দেবতা, ব্যর্থ জীবন দেহের।

কলিকাতা
১৯শে অক্টোবর, ১৯২৬।

১৭

প্রিয়তম, বিচ্ছেদের আছে অবসান,
হেথায় পেয়েছি বহু তার পূর্ব্বাভাস।
তবু কভু ঢাকি আঁখি করি অবিশ্বাস,
না শুনি অন্তরবাণী ; জ্ঞান, সন্দিহান,
সত্যেরে কল্পনা বলি করে প্রত্যাখ্যান।
একদিন নিশ্চয় সে হইবে প্রকাশ
সন্দেহ অতীতরূপে। দেহ হলে নাশ
আত্মা পাবে দৃষ্টি নব—মরণের দান।

আজ অশ্রু-আবরিত ক্ষীণ দৃষ্টি লয়ে
সেই সুদিনের তরে চেয়ে আছি পথ।
মোর দীর্ঘ তপস্যায় করুণার্দ্র হয়ে
দেবতা করুন পূর্ণ এই মনোরথ—
সেবি এই ধরণীরে, সুখ দুঃখে ভরা,
লোকান্তরে হই তব সখী যোগ্যতরা।

কলিকাতা
১৯২৮

জীবন পথে

ও

ঝরা ফুল

জীবন পথে

ঝরা ফুল

বহুর ভিতরে

পেয়েছিনু আশীর্ব্বাদ করেছিনু আশা
আমার জীবনে হবে পূর্ণ কোন দিন
সেই সুমঙ্গল বাণী। যত স্নেহ ঋণ
আনন্দে করিব শোধ; মোর চিন্তা ভাষা
বহি লয়ে যাবে দূরে মোর ভালবাসা
পশি বৃহত্তর স্রোতে; যদিও সে ক্ষীণ
পার্ব্বতী সরিৎ যথা, নিজে নামহীন
নগণ্য, মিটাবে তবু কাহারো পিপাসা।
আপনার যতটুকু ঢালিব নিঃশেষ,
লুপ্ত ক্ষুদ্র স্বার্থ সুখ, বহুর ভিতর
বাড়াইয়া শক্তি ভক্তি, চেতনা, সাধন;
নাম ধাম, জ্ঞাতি গোত্র, জাতি জন্ম দেশ
সব ভেসে গিয়ে রবে শুদ্ধ, অনশ্বর
বিপুল জীবন নদ, সত্য সনাতন।

ভাবুকের ভুল

হয়তো করেছি ভুল, স্বপ্নাকুল মন
যা পেয়েছি তার চেয়ে বেশী কিছু খুঁজি ;
উপেক্ষিয়া শুভযোগ, হয়তো না বুঝি
অনাগত ইষ্ট তরে করি প্রাণপণ
চলেছি বন্ধুর পথে ; ফেলে সত্য ধন
রঙ্গীন মিথ্যার বোঝা করিয়াছি পুঁজি ;
শেষে শ্রান্ত, সংশয়ের সাথে যুঝি যুঝি,
চাহিয়াছি উল্কাসম ত্যজিতে স্বগণ।

তবু চেয়েছিনু শ্রেষ্ঠে। অনেকের আশ
মেটে যেই স্থূল ভোগে, ভাবি কাদা মাটী
তারে ফেলে চাহিয়াছি সূক্ষ্মতর কিছু
চাঁদের আলোর মত, মিটাতে পিয়াস
অন্তরের। এবে জানি বাতুলতা খাঁটী
স্থূল ফুল ফেলে ছোটা সৌরভের পিছু।

শিশু সেতু

একটি শিশুর হাসি যেন মায়াজালে
জ্যোৎস্নায় ভরে দেছে সমস্ত জীবন,
কোথা হতে এল এই আনন্দ প্লাবন ?
জ্ঞানে, পুণ্যে, কিছুতে কি নারী কোন কালে
লভে এ অমৃত স্বাদ ? রমণীর ভালে
লিখেছিলে যত দুঃখ, বেদন, ভাবন
সব ভুলাইতে, বিধি, দিলে কি এ ধন ?
স্বর্গের সুষমা আনি ওমুখে মাখালে ?
দেহে মনে বহে নব স্নেহের জোয়ার,
সন্তানের পিতা বলে' পতি প্রিয়তর,
দুই হৃদয়ের মাঝে যতটুকু ফাঁক
ক্ষুদ্র শিশু হয়ে এল দৃঢ় সেতু তার ;
যত কিছু দাবী দেনা শেষ অতঃপর
দুই প্রেম একাধারে পশি মিশে যাক্ ।

মাতৃ-জন্ম

পূর্ণিমে, হেমন্ত শেষে শুভ্রপূর্ণিমায়
আনন্দ প্লাবিত করি আলোকিত ধাম
দেখা দিলি, মাতামহী তাই দিলা নাম।
আমারো হৃদয় তাহে দিয়া ছিল সায় ;
পূর্ণিমার মত শিশু হউক ধরায়—
বিধাতার পদে মোর এই মনস্কাম
নিবেদিনু। সেই রাত্রে আমি লভিলাম
মহনীয় মাতৃ-জন্ম—তাঁরি করুণায়।
নারী হৃদয়ের গুপ্ত ঐশ্বর্য্যের দ্বার
দিলি খুলে ক্ষুদ্র হাতে ; করি তোর দাসী
শিখালি সেবার সুখ ; পশি কবি-চিতে
ভরে দিলি তারে স্নেহে ; তাই গীতধার
উচ্চ সপ্তকেরে ছেড়ে ধীরে নামে আসি
মধ্যমে, গুঞ্জনে—শুধু তোরে ভুলাইতে।

লোকান্তরিতা সোদরার প্রতি

১

অয়ি স্নেহময়ি, তুমি ছাড়ি ধরাধাম
কোন্ আলোকের লোকে বাঁধিয়াছ গেহ,
নাহি দেখি, নাহি শুনি ; নাহি আসে কেহ
লয়ে তথাকার বার্ত্তা। এমনি আরাম
মিলে সেথা, আত্মা সেথা হেন পূর্ণকাম,
কিছুই চাহেনা আর ?—পৃথিবীর স্নেহ
তুচ্ছ লাগে ?—ছিড়ে যায়, যায় যবে দেহ,
সকল সম্বন্ধ, রহে 'পতি' 'পিতা' নাম ?
অথবা অদেহী যারা থাকে কাছে কাছে,
আমাদেরি অন্ধ চক্ষুঃ দেখিতে না পায়,
আমরাই ভুলে থাকি, দুদিনের শোক
ঝেড়ে ফেলি, অশ্রু মুছি, ছায়া সুখ পাছে
ছুটে মরি—ধরি ধরি ধরা নাহি যায়—
তোমরা লভেছ নিত্য আনন্দ-আলোক।

লোকান্তরিতা সোদরার প্রতি

২

ওগো সতি, গৃহলক্ষ্মী, গৃহশূন্য করি
গিয়াছ যে দিন, আজ গেল তারপর,
দুই বর্ষ। তোমার সে গৃহ অভ্যন্তর
কাঁদিছে তোমার লাগি, আজ দাও ভরি
তব অধিষ্ঠানে তারে; আজ সবে বরি
আবার তোমারে সেই নববধূ রূপে;
আজ মালা চন্দনেতে গন্ধে আর ধূপে
সুবাসিত হোক্ গেহ, অদেহ-সুন্দরি।
বর্ষ শেষে, যে শয্যায় মাতৃত্বের ক্লেশ
ব্যথিয়াছে তোমার সে তনু সুকুমার,
দিব্য শিশু কোলে লয়ে সে শয্যার 'পরে
বস' এসে সুহাসিনি। হইয়াছে শেষ
দেহের বেদন যত, যত অশ্রু-ধার,
জাগে শুধু মাতৃ-স্নেহ নয়নে অধরে।

কলিকাতা
১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০৫

সিন্ধুর প্রতি

বিশাল হৃদয় হ'তে ও কি হাহাকার
উঠিতেছে অবিরত, অনন্ত বেদন
ওহে সিন্ধু ? দিবানিশি চাহ সে কি ধন
টানিয়া লইতে বুকে, যাহে বারবার
সহস্র তরঙ্গ বাহু করিয়া প্রসার
ফিরায়ে আনিছ শূন্য, বিফল যতন ?
তোমাতে নিহিত আছে এত যে রতন
অনাদৃত, উপেক্ষিত সমস্ত তোমার ?
যাহারে ধরিতে চাহ ধরা সে কঠিন,
তিল তিল ভিক্ষা দেয়, সব আপনারে
সঁপে নাই, সঁপিবে না বুঝি কোন দিন ;
অস্বচ্ছ হৃদয় তার বুঝিছনা তারে,
তাই কি বেদনা তব ? অতলেও হায়
অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা কাঁদে আশা নিরাশায় ?

পুরী
এপ্রিল, ১৯০৯।

অভব্য দৈব

জীবনের সুধাপাত্র নিঃশেষে ভরিয়া
ভাবিনু করিব পান, চেখে চেখে ধীরে—
তুলিয়াছি পূর্ণ পাত্র অধরের তীরে,
সহসা দৈবের হস্ত সে পাত্র ধরিয়া
টানিল সবলে, গেল ধূলায় পড়িয়া
বেশী তার ; লবণাক্ত তপ্ত অশ্রুনীরে
মিশিল যে টুকু ছিল বাকী। তাই ফিরে
তুলিনু ওষ্ঠাগ্রে,—আহা যতন করিয়া।
বদল হয়েছে হায় তার পূর্ব্ব স্বাদ,
হায় তার মাদকতা কিছু আর নাই।
হে অভব্য দৈব, পরিহাস সুচতুর,
একলা হাসিতে শুধু সাধিলে এ বাদ ;
হাসিবেনা অন্য কেহ ; রসিকতা ভাই
ব্যর্থ তব। সর, আমি মৃত্যু নিদ্রাতুর।

অভিমানে

অভিমানে অবিনীত আমার হৃদয়
বলেছিল—"ভুল ! ভুল ! হায় বসুন্ধরা,
ভুলের গোলকধাঁধা, পণ্ডশ্রমে ভরা,
কোন্ বীজে জন্মাইলি এত দুঃখময়
মানবেরে—? শক্তিহীন বাসনা-সঞ্চয়,
এক সাথে জন্ম বৃদ্ধি, এক সাথে মরা
জীবনের, কামনার ; ফোটা আর ঝরা
রাশি রাশি কুসুমের, ফল নাহি রয়।
নিষ্ঠুর সৌন্দর্য্য তব ; জননীর প্রাণ
থাকে যদি তোর মাঝে, লয়ে অচেতন
তরুলতা, পতঙ্গ কীটক, অল্প-আয়ুঃ
কর খেলা চির দিন, দৃপ্ত শক্তি জ্ঞান
দেখা তোর বিধাতার। মানব জীবন
কেন গড়াইলি দিয়া রক্ত মাংস স্নায়ু ?

অনন্ত আশ্রয়

বহু দুঃখ দেছ বলি করি অভিমান
ফিরায়ে কি রব মুখ, হে আমার নাথ,
ঠেলে প্রসারিত বাহু ? সহায়ে আঘাত
অবশেষে এনে যদি থাক অন্য দান
আনন্দ কি আশীর্ব্বাদ—করি প্রত্যাখ্যান
চলে যাব ? না, না, প্রভো, জুড়ি দুই হাত
দাঁড়াইনু নত শির ; তব বজ্রপাত,
অমৃত বর্ষণ কিবা, সমান কল্যাণ !
আনন্দ দিয়াছ যত সে তো পুরস্কার
নহে মোর কোন পুণ্য কোন যোগ্যতার,
বেদনা দিয়াছ যত তাও সব নয়
আমার পাপের শাস্তি। ওহে পূর্ণ-জ্ঞান,
পূর্ণ-প্রেম, কি বুঝিব তোমার বিধান ?
শুধু বুঝি তুমি মোর অনন্ত আশ্রয়।

কলিকাতা
১৯১৪।

ভিক্ষা ত্যাগ

চাহিতে আসিনি আজ, এসেছি গো দিতে,
চিরদিন দীন হীন, ভিখারীর বেশে,
দাও দাও বলে তব দুয়ারেতে এসে
কেবলি করেছি ভিক্ষা। আজ মোর চিতে
তাই জাগিতেছে লজ্জা। সুন্দর মহীতে
এত সুখ এত শোভা, নিমেষে নিমেষে
নবীন, নবীনতর ; সব যায় ভেসে,
সঞ্চিতে শিখিনি প্রাণে, শিখেছি কাঁদিতে।
হে সুন্দর, চির শান্ত, চির পুরাতন
নিয়ত নবীন রূপে এ প্রাণ মন্দিরে
থাক প্রতিষ্ঠিত ; আমি নিত্য নতশিরে
প্রণমিয়া তব পদে করি নিবেদন
যা কিছু পেয়েছি আমি, দিবার মতন ;
তুমি যা লইবে আমি চাহিব না ফিরে।

কলিকাতা
১৯১৪।

অক্ষয় প্রদীপ

তব কাছে, হে অনন্ত, দূর কাছে নাই,
জনম মরণ ঠেলি বাড়াইলে হাত
তোমারেই হাতে ঠেকে। অগ্র ও পশ্চাৎ,
ইহ-পর, দেশ কাল, মিশে এক ঠাঁই
তোমাতেই ; তোমা ছাড়ি খুঁজিবারে যাই
যাহা কিছু বিশ্বে তব, ওহে বিশ্বনাথ,
শূন্যে যায় মিলাইয়া ; সব এক সাথ
মিলে মোর, যে মুহূর্ত্তে স্পর্শ তব পাই।
স্পর্শ সেই চিরদিন এ তপ্ত হৃদয়
জুড়াক্ প্রলেপ সম ; কবচের মত
শোক শরাঘাতে মোরে রাখুক অক্ষত ;
দুর্গম এ গিরিপথ, বর্ষ-তাপ-ময়,
চলি গান গেয়ে। নাথ, সন্ধ্যা বাড়ে যত
জ্বল এ অন্তরে মম, প্রদীপ অক্ষয়।

কলিকাতা
জুন, ১৯১৪।

মানসী প্রতিমা

ভাস্কর বা হইতাম যদি চিত্রকর,
তোমার প্রতিমা, পুত্র, যেতাম রাখিয়া
ধবল প্রস্তরে কুন্দি, অথবা আঁকিয়া
চিত্রপটে ; তদুপরি জ্যোতিঃ মনোহর
দিতাম ঢালিয়া সেই, নিভৃত অন্তর
উজলি, উছলে যাহা থাকিয়া থাকিয়া
দেহ কূলে, দেয় তারে কি যেন মাখিয়া,
ঢাকিয়া সর্ব্বাঙ্গ করে অনিন্দ্য সুন্দর।
দেখেছি আননে তব সে রূপ-আভাস,
আমার স্মরণে আজো রয়েছে তা জাগি,
আমারি স্মরণে হায়, হেন শক্তি নাই
আলেখ্যে প্রস্তরে তাহা করি পরকাশ ;
তবু সকলেরে তাহা দেখাবার লাগি
আমার ব্যথিত প্রাণ ব্যাকুল সদাই।

কলিকাতা
আগষ্ট, ১৯১৪।

বসন্তাগমে

বসন্ত কি সহসা এ নির্জ্জন আবাসে
পশিয়াছ চুপি চুপি ? নবীন পল্লবে
সাজিয়াছে তরুরাজি। ঝেড়ে দিলে কবে
পুরাতন জীর্ণপত্র ? শীতল বাতাসে
বাতাবি ফুলের গন্ধ ধীরে ভেসে আসে
আমার গবাক্ষ পথে ; ঘন কুহুরবে
মুখরিত আম্রবন,— বসন্তই হবে।
উদ্যান উজ্জ্বল শত শ্বেত পুষ্প হাসে।

আজিও ধরণী মোরে রেখেছে ধরিয়া
তার স্বর্ণ কারাগারে। বর্ণ গন্ধ গানে,
রসে স্পর্শে দিতে চাহে দেহে আর চিতে
নব প্রাণ, কিন্তু হায় নিঃশেষে ভরিয়া
কই দিতে পারে, মধু ? দূরে কোন্‌খানে
থাকে অদেহীরা, বঁধু, পার বলে দিতে ?

এপ্রিল, ১৯১৫।

বিচ্ছেদের সফলতা

গাছের যে পাতা ঝরে, মৃত্যু হয়ে পার
সে কি সেই গাছে ফিরে ? তরু যদি রয়,
বর্ষে বর্ষে জন্মে তাহে নব কিশলয় ;—
বৃক্ষের জীবন সে কি জীবন পাতার ?
এক যায় বহু থাকে, বহু মাঝে তার
অমরত্ব ? হায়, হায়, মায়ের হৃদয়
তৃপ্ত নহে এ আশ্বাসে। ওহে প্রেমময়,
বিশ্বপিতা, ঘুচাও এ বেদনার ভার।
সে যদি আমার তরে না থাকে জাগিয়া,
মোর অমরতা লয়ে কোন্ প্রয়োজন ?
দিতে নাই, নিতে নাই, পূর্ণ আপনাতে
যে চাহে থাকিতে থাক্ ; আমার লাগিয়া
রেখো অপূর্ণতা, তৃষা, দানের গ্রহণ,
বিচ্ছেদের সফলতা—মিলন প্রভাতে।

এপ্রিল, ১৯১৫।

নিত্য স্মৃত

কতরূপে করি পূর্ণ এ ধরণী তলে
তোর শূন্য স্থান আমি। আনন্দ উৎসবে,
গীত বাদ্য সম্মিলিত বাল-কলরবে
তোর কণ্ঠধ্বনি লাগি মোর বক্ষঃস্থলে
ব্যাকুল বেদনা জাগে, আমি নানা ছলে
মনেরে ভুলায়ে বলি—যত দিন ভবে
আমি আছি সে আমার দূরে নাহি রবে,
হয়তো ফিরিছে হেথা মিশি সঙ্গি দলে।

সঙ্কট সাগরে যবে কিনারা না পাই,
বিপদ বারণ হরি করিতে স্মরণ
অমনি তোরেও ডাকি ; কভু মনে হয়—
ক্ষুদ্র আমি, তুচ্ছ আমি দেবতার ঠাঁই,
কিন্তু রে জননী তোর, তুই প্রাণপণ
আমারে ধরিবি তুলে—তাকি সত্য নয় ?

পুরুলিয়া,
১৪ই জানুয়ারী, ১৯১৬।

মাঘের চতুর্থ দিন

মাঘের চতুর্থ দিন এল আজ ফিরে,
নানা ভাবনায় ভরা এ আমার চিতে
পঞ্চদশ বরষের স্মৃতি জাগাইতে।
ঊনবিংশ বরষের আশীর্ব্বাদ শিরে,
পার হয়ে ব্যবধান এ ধরণী তীরে
এস নামি, হে কুলেন্দু ; প্রভাতী সঙ্গীতে
মিলাও তোমার কণ্ঠ ; ভাই ভগিনীতে
যেমন বসিতে বস' ঘিরে জননীরে।

আমার এ দেহ হতে তব শিশু দেহ
পেয়েছিল এ ধরায় নিজরূপ তার,
এখন অতনু তুমি যাবে বিনা দানে ?
হৃদয় পাতিয়া পুত্র লও মার স্নেহ,
তোমার কল্যাণ চিন্তা ; বেশী কিছু আর
থাকে যদি এ আত্মায় লও নিজ প্রাণে।

কলিকাতা
১৭ই জানুয়ারী, ১৯১৭

কন্যা বিরহে

প্রতিবেশি-গৃহে আজ দুহিতার বিয়া
প্রভাতে দুয়ারে বাজে নহবত তাই ;
এতো আনন্দেরি বাদ্য ; তবু কেন পাই
বিষাদের সুর এতে ?—যেন মাতৃ-হিয়া
কন্যার বিরহ ভাবি উঠিছে কাঁদিয়া,
জাগায়ে আমার প্রাণে আমার যা-নাই—
কন্যা লাগি চিন্তা ভয়,—গেছে যা ঘুচিয়া ?
 এক নিশাকালে আমি দিয়াছি বিদায়
সাজাইয়া শুভ্রফুলে, সদ্য প্রস্ফুটিত
পুষ্পসম সুকুমার, পবিত্র নির্ম্মল
আমার দুহিতারত্ন। যত দিন যায়,
বিচ্ছেদের এতদিন হইল অতীত—
ভাবি আমি প্রাণে পাই বাঁচিবার বল।

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯২০।

কন্যা বুলবুলের প্রতি

সুচরিতে, মাঝে মাঝে ইহাদের পানে
ফিরাইও সেই তব স্নেহ দৃষ্টি খানি।
আঁখি না দেখিবে তাহা, তবু আমি জানি
হৃদয় উন্মুখ হবে হৃদয়ের টানে।
অদৃশ্যে অমৃতসেক ধূলিশায়ী প্রাণে
দিবে ধৌত স্নিগ্ধ করি। যদিও বা বাণী
নাহি পশে শ্রুতি পথে, তবু অনুমানি
নীরব আশীষ গৃহ ভরিবে কল্যাণে।
আনন্দ নিলয় হতে এলে অবতরি
মলিন আবাসে এই ক্ষণেকের তরে,
স্নেহ করুণার খনি তোমার হৃদয়
জানি আমি বেদনায় উঠিবেক ভরি ;
সে বেদনা দিব্যজনে দিব্যতর করে,
তাই হেথা আহ্বানিতে নাহি মোর ভয়।

১৯শে জুলাই, ১৯২৫।

অদ্ভুত প্রেম

যত দাও, অযাচিত আনন্দে আশায়
উচ্ছ্বসিত চিত গাহে তব যশোগান,
আপন আনন্দ হ্রদে অপূর্ব্ব অম্লান
নেহারে তোমার ছায়া ; অপূর্ণ ভাষায়
জানায় সে কৃতজ্ঞতা ; মনে হয় পায়
আপন প্রেমের মাঝে নিগূঢ় সন্ধান
গোপন প্রেমের তব ; তব স্নেহ-দান
নির্ভয়ে ভুঞ্জিবে ভাবি যত পায় চায়।

হায়রে অদ্ভুত প্রেম, দানে অনুপম,
ফিরে নিতে ক্ষিপ্রহস্ত বিনা দ্বিধা লেশ !
মানবের নিষ্ঠুরতা মানে পরাজয়
তব বিধানের কাছে ! হে শান্ত, নির্ম্মম,
না চাহিতে দাও, সে কি হারাবার ক্লেশ
শিখাবে একান্ত তাই ? আর কিছু নয় ?

কলিকাতা
৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৭।

ঘোর রহস্য

কোমল মায়ের বুকে হানিতেছ অসি
ঘন ঘন। তীক্ষ্ণ, তীব্র, নীরব আঘাত
কত যে বেদনা দেয়, অন্তর্যামী নাথ,
দেখনা কি নিশিদিন অন্তরেতে বসি?
আছ যবে এত কাছে, ভব মাঝে পশি
তোমারে ব্যথেনা ইহা? রোষে রক্তপাত
করে যে নৃশংস নর, জেগে অকস্মাৎ,
চমকে তাহারো বুক, অস্ত্র পড়ে খসি।

হে নিষ্ঠুর, হস্ত তব স্বেচ্ছায় কঠোর।
গড়েছ মায়ের হিয়া যে মমতা দিয়া
কোথা সে মমতা-খনি? যদি তার স্থান
গভীরে তোমারি মাঝে, এ রহস্য ঘোর
বুঝিনা তো। শুধু নাহি ভাঙ্গিছ গড়িয়া,
ব্যথা দেবে বলে' দেছ সচেতন প্রাণ।

কলিকাতা
ফেব্রুয়ারী, ১৯২৭।

এক ভিক্ষা

আমার অন্তরে ছিল কি যে লজ্জা ভয়,
চলি নাই পুরোভাগে, চলি নাই সাথে,
চলিয়াছি নতশির সবার পশ্চাতে,
শুধু জানিয়াছি মনে এ জীবন নয়
কেবল খেলার ছুটী। জ্ঞানের সঞ্চয়,
পুণ্যের সাধন লাগি বিধাতার হাতে
জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা হৃদয়ের পাতে
পড়িয়াছি আজ্ঞালিপি, করি না সংশয়।

সে আজ্ঞা পালিতে সাধ্য আছে কি না আছে
সংশয় জাগিত চিতে, নিশিদিন তাই
কহিয়াছি, হে স্বামিন্ যাহা নির্দেশিলে
করিতেছি শিরোধার্য্য ; ভিক্ষা এই আছে—
পালিতে নির্দেশ যোগ্য শক্তি যেন মিলে,
জীবনে বহিতে মৃত্যু তাও না ডরাই।